গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০২.২০১৯.২৪ তারিখ: ০১.০২.২০২১খ্রি.

বিষয় : জনাব মো: রফিকুল আমিন, প্রধান শিক্ষক, ফরিদগঞ্জ এ.আর.পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকরণ।

সূত্র : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (সরকারি মাধ্যমিক-১) শাখার স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭১.২৭.৬৬৯.১৮.৫২০, তারিখ: ১৯ মার্চ ২০২০খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মো: রফিকুল আমিন, প্রধান শিক্ষক, ফরিদগঞ্জ এ.আর.পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর এর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে আগামী ১৬.০২.২০২১ তারিখ মঙ্গলবার বেলা: ১১.০০ ঘটিকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে (কক্ষ নং-১৮১০, ভবন-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) তদন্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময় ও স্থানে (সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ এবং অভিযোগের বিষয়ে আপনার বক্তব্যের সমর্থনে যাবতীয় তথ্যসহ) উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক (অভিযোগপত্র)।

১/২/২০২১
(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল: ds.mpo@moedu.gov.bd

জনাব মো: রফিকুল আমিন (প্রধান শিক্ষক)
ফরিদগঞ্জ এ.আর.পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

অনুলিপি সদয় অবগতি/ কার্যার্থে :

১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২. উপসচিব (নিরাপত্তা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (জনাব মো: রফিকুল আমিন (প্রধান শিক্ষক), এবং জনাব মোশাররফ হোসেন, অভিভাবক সদস্য, ম্যানেজিং কমিটি, ফরিদগঞ্জ এ.আর.পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর কে ধার্য তারিখে সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের অনুরোধসহ)।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫. জনাব মোশাররফ হোসেন, অভিভাবক সদস্য (নির্বাচিত), ম্যানেজিং কমিটি, ফরিদগঞ্জ এ.আর.পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর ও অভিযোগকারী (অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে শুনানীতে অংশগ্রহণের অনুরোধসহ)।
৬. অফিস কপি।

Vol-D, Notice Board.doc

অভিযোগ ক্রমিক নং [illegible]

তারিখ [illegible]

পরিস্থিতি ব্যবস্থা নিন
অনুসন্ধান করা যেতে পারে
বিলম্ব কেস / দ্রুত ব্যবস্থা নিন
[signature] ০২/৭ চেয়ারম্যান
কমিশনার (অনুসন্ধান) / (তদন্ত)
সচিব
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
মহাপরিচালক (তদন্ত) / (বিঃ তদন্ত) / (নিয়ন্ত্রণ)
মহাপরিচালক (মানিলন্ডারিং) / (প্রতিরোধ)
মহাপরিচালক (পর্যবেক্ষণ)
ক্রমিক নং ৩৮০ ৯৪৩
তারিখ: ০৩/৯/১৯

[illegible] অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশ		
[illegible]	গ্রা	১০
[illegible] (১০)	গ্য	০৭
[illegible]	গ্রা	১০
[illegible] (১০)	গ্য	০৭
[illegible]	গ্রা	২৫
[illegible] (২০)	গ্য	১০
[illegible]		
[illegible]	মোট	২০
	গ্রহণ	৩০
[illegible] (৩০)	গ্য	১৫
মোট প্রাপ্ত নম্বর		

বরাবর,
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন, [illegible]
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: [illegible] পাইলট মডেল সরকারি [illegible] জালিয়াতি করে বিভিন্ন সময়ে [illegible] চাঁদপুর, [illegible] নিয়োগ কান্ড-এর দুর্নীতি [illegible] ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।

মহাত্মন

বিনীত নিবেদন এই যে, দেশ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) [illegible] বিনীত নিবেদন এই যে, [illegible] রফিকুল আমিন বর্তমানে চাঁদপুর জেলাধীন ফরিদগঞ্জ উপজেলা [illegible] ষড়যন্ত্রকারী, অসৎ, [illegible] শিক্ষক [illegible] প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন করছেন, ইনডেক্স নম্বর [illegible] 'ফরিদগঞ্জ এ.আর. পাইলট মডেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়'-এ প্রধান শিক্ষক পদে [illegible] চাকরি গ্রহণ করেছেন, এখনও চাকরিতে আছেন। ১২৭৩১৮ তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার [illegible] ও তথ্য জালিয়াতি পূর্বক চাকরি গ্রহণ করেছেন [illegible] তারিখ ছিল ১২ই ফেব্রুয়ারি ,২০১৩। কিন্তু, রফিকুল আমিন [illegible] বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের সর্বশেষ তারিখ [illegible] ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। অতএব, তার সকল নিয়োগ ও যোগদান বৈধ কি না, বিষয়টি [illegible] করেছেন [illegible] রফিকুল আমিন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ের স্বাক্ষরিত ও স্ববিরোধী প্রতিবেদন ও অন্যান্য [illegible] তথ্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে [illegible] বরাবর নিম্নে তুলে ধরা হলো:-

০১। ফরিদগঞ্জ এ আর পাইলট মডেল উচ্চ [illegible] সরকারীকরণ-এর পর বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের আত্তীকরণের নিমিত্তে [illegible] 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর' বরাবর সজ্ঞানে, স্বাক্ষরে প্রেরিত প্রতিবেদনে যথাক্রমে উল্লেখ [illegible] খ্রিস্টাব্দে, [illegible] সহকারী শিক্ষক, প্রথম যোগদান- ০১-০১-১৯৮৭ ও এমপিওভুক্তি ০১-০৪-১৯৮৭ খ্রিঃ (খ) [illegible] পদবী: 'সহকারী প্রধান শিক্ষক', ১ম যোগদান- ০১-১০-১৯৯৮ ও করেছেন (ক) [illegible] শহীদ হাবিব উচ্চ বিদ্যালয়ে [illegible] ০৪-১৯৮৭ খ্রিঃ (খ) [illegible] উচ্চ বিদ্যালয়, পদবী: প্রধান শিক্ষক [illegible] 'এমপিওভুক্ত: ০১-১০-১৯৯৮ খ্রিঃ' (গ) ফরিদগঞ্জ এ আর, পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, পদবী: প্রধান শিক্ষক, যোগদানের সন: ১৩-০২-২০১৩, এমপিওভুক্ত: ০১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ। শিক্ষাগত যোগ্যতা কলামে 'এস.এস.সি'-'তৃতীয় বিভাগ', 'এইচ.এস.সি'-তৃতীয় বিভাগ, বি.এস.সি-২য় বিভাগ, বিএড - উচ্চতর-২য়। যোগদান তারিখ কলামে: অন্য প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে (ক/১) ০১-০১-১৯৮৭, এমপিওভুক্তি: ০১-০৪-১৯৮৭ (শহীদ হাবিব উ-বি), (খ/২) ০১-১০-১৯৯৮, এমপিওভুক্তি: ০১-১০-১৯৯৮ (গুপ্তকালিন্দিয়া উ-বি) ও (গ/৩) ১৩-০২-২০১৩ (ফরিদগঞ্জ এ.আর. পাইলট মডেল স.উ-বি) (এর মাঝখানে একটি বিদ্যালয়ের চাকরিকাল গোপন করেছেন), মন্তব্য কলামে: সৃজনযোগ্য পদ (প্রস্তাবিত) উল্লেখ করেছেন ও নিজে [illegible] নিয়োগকৃত।

০২। গুপ্তকালিন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, এমপিও কোড: ০৭০২১২১৩০২, এখানে চাকরিকালীন সময়ে ২০-০৩-২০০৫ ও ০৮-০২-২০১১ খ্রিস্টাব্দে ভিন্ন দুটি প্রতিবেদন-এ 'শিক্ষক বিবরণী সংযোজনী-খ' ফরমে (ক) শিক্ষক-এর নাম: মো: রফিকুল আমিন (খ) পদবী: প্রধান শিক্ষক (!), (গ) [illegible] কোড-০৯, (ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ(!), এইচ.এস.সি দ্বিতীয় বিভাগ(!), (ঙ) অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ: ২৫-০৫-১৯৯৮(!) ১ম এমপিওভুক্ত ১৯৮৭ খ্রিঃ (পূর্ব তারিখ [illegible]) বিবরণ দেননি (একই প্রতিষ্ঠানে পদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা [illegible] উল্লেখ করেছেন। মন্তব্য কলামে [illegible] সৃজন/তদন্ত (প্রস্তাবিত) [illegible] যোগদানের তারিখ দুই রকম, সংযুক্ত কপি দ্রষ্টব্য)।

০৩। জনাব মো: রফিকুল আমিন, ইনডেক্স: ১২৭৩১৮, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন 'রূপসা বাজার [illegible] উচ্চ বিদ্যালয়', ইআইআইএন কোড: ১০৩০৮০, এমপিও কোড: ০৭০২১৩১৩০১, 'জুলাই ১৯৮৭' হতে 'জুলাই ১৯৯৮' খ্রিঃ পর্যন্ত 'প্রায় ১১ (এগার) বছর চাকরি ও বেতন উত্তোলন করেছেন' (প্রমাণপত্র সংযুক্ত)। এখান থেকেই তিনি গুপ্তকালিন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অথচ, তিনি পরিকল্পিতভাবে ও সজ্ঞানে এই চাকরিকাল গোপন করেছেন (সংযুক্ত কপি [illegible] ও প্রমাণপত্র সংযুক্ত)।

(ক) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর' বরাবর প্রেরিত ০৪-০৫-২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন মোতাবেক তিনি
০১-১০-১৯৯৮ খ্রিঃ পর্যন্ত শহীদ হাবিব উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি করেছেন (!)। অন্যদিকে ২০-০৩-২০০৫
ও ০৮-০২-২০১১ খ্রিস্টাব্দে 'শিক্ষক বিবরণী' 'সংযোজনী-খ' ফরম মোতাবেক একই স্কুলে তিনি ২৫-০৫-১৯৯৮ খ্রিঃ পর্যন্ত
সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি করেছেন। অর্থাৎ, কালিরবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক এবং শহীদ হাবিব উচ্চ বিদ্যালয়ে
সহকারী শিক্ষক পদে চাকরিকালের তারিখ (০১-১০-১৯৯৮ ও ২৫-০৫-১৯৯৮) দুটি ভিন্ন। (তাঁর নিজ স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
সংযুক্ত)।

(খ) ২০-০৩-২০০৫ ও ০৮-০২-২০১১ খ্রিস্টাব্দে 'শিক্ষক বিবরণী' 'সংযোজনী-খ' ফরম-এ তৎকালীন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা
অফিসার, চাঁদপুর এর প্রতিস্বাক্ষর রয়েছে (কপি দ্রষ্টব্য)।

০৪। গৃদকালিন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ইআইআইএন কোড: ১০৩৫৭৭, এমপিও কোড. ০৭০২১২১৩০২-এ সভাপতির দায়িত্ব
পালন করেছেন। কমিটি অনুমোদন হয়েছে: ২৩-০৬-২০১৬ খ্রিঃ। এ সময় তিনি ফরিদগঞ্জ এ.আর. পাইলট মডেল সরকারী
উচ্চ বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত। অথচ, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কমিটিতে পেশার কলামে 'বিজনেস ম্যান'
উল্লেখ করেছেন (!)। তার দায়িত্বকালে অত্র বিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে।

০৫। তিনি ফরিদগঞ্জ এ.আর. পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়-এ এডহক কমিটি কর্তৃক প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ
করেছেন। অত্র বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে জনাব মোঃ রফিকুল আমিন নিয়োগপ্রাপ্তির পূর্বে একটি সম্পূর্ণ অভিভাবক
প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পন্ন হয়। রহস্যজনকভাবে বোর্ড কর্তৃক কমিটির অনুমোদন স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এডহক কমিটির
মাধ্যমে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নির্বাচিত ওই অভিভাবক প্রতিনিধিগণ মহামান্য হাই কোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। ঐ রিট
এখনও নিষ্পত্তি হয়নি (মামলার কপি সংযুক্ত)। যদিও, এডহক কমিটির মাধ্যমে এ নিয়োগ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র পরিপন্থি -
স্মারক নং-শিম/শা-১৩এমপিও-১২/২০০৯ (অংশ)/২০৭, তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০১২ খ্রিঃ-এর ৫/(চ) (কপি সংযুক্ত)।

০৬। তিনি অত্র বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিদ্যালয়ের কোটি টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব এর তদন্ত
করা আবশ্যক।

০৭। ফরিদগঞ্জ এ.আর. পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের পর, গৃদকালিন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে
অনিয়মের কারণে আনুমানিক ২০১৪ সনে অনেক শিক্ষক, মাননীয় মহাপরিচালক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর একটি অভিযোগ
দায়ের করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। রহস্যজনক কারণে সে তদন্ত ফাইল চাপা পড়ে যায়।

এমতাবস্থায়, মহোদয় সমীপে আরজ এই যে, জনাব মোঃ রফিকুল আমিন ঃ

(ক) ০৪-০৫-২০১৯ খ্রিঃ-এর পূর্ব পর্যন্ত এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি দু'টি সনদপত্র 'দ্বিতীয় বিভাগ' তথ্য প্রদানে চাকরি
করেছেন। চাকরি শুরু থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রে 'এস.এস.সি ও এস.এইচ.এস.সি'তে দু'টি তৃতীয় বিভাগ'
পরিকল্পিতভাবে গোপন করেছেন ও একেক প্রতিবেদনে একেক তথ্য দিয়ে স্পষ্টতঃ জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন
(প্রকৃতপক্ষে উক্ত দু'টি সনদপত্র তৃতীয় বিভাগ)।

(গ) ০১-০৪-১৯৮৭ সনে ১ম নিয়োগকালে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি-তে দু'টি তৃতীয় বিভাগ নিয়ে চাকরি গ্রহণ বৈধ কি
না।

(ঘ) তৃতীয় বিভাগ-এর স্থলে দ্বিতীয় বিভাগ মর্মে সনদপত্র জালিয়াতি করেছেন কি না।

(ঙ) গৃদকালিন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে 'প্রধান শিক্ষক' পদে চাকরি করেছেন, বর্তমান কর্মস্থল 'ফরিদগঞ্জ এ.আর. পাইলট মডেল
উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে নিজ স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনে, শিক্ষক জাতীয়করণের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনে 'সহকারী প্রধান
শিক্ষক' উল্লেখ করেছেন- যা স্পষ্টতঃ জালিয়াতি মর্মে প্রতিয়মান।

[illegible] নিয়োগ লাভে বিবেচিত হবেন না (বিধি

(চ) দুটি তৃতীয় বিভাগ [illegible] পরিপত্রের [illegible] ১ (এক) ও ২ (দুই)-এ

সংযুক্ত), পরিশিষ্ট-৮-এ [illegible] অভিজ্ঞতা প্রয়োজন (কপি সংযুক্ত)।

মনদপত্রে তৃতীয় বিভাগ প্রযোজ্য নয় ও [illegible] ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা [illegible]

[illegible] ও ১ম এমপিও'র তথ্য গোপন করেছেন।

(ছ) কালিরবাজার [illegible] সহকারী শিক্ষক পদে [illegible] ০১-০১-১৯৮৭ হ'তে ২৫-০৫-১৯৯৮ খ্রিঃ

(জ) [illegible] উচ্চ বিদ্যালয়) নিয়োগ বৈধ নয় (বিধি

মোতাবেক ১১ (এগার) [illegible]

সংযুক্ত)।

(ঝ) মন্ত্রণালয় বরাবর [illegible] ০১-১০-১৯৯৮, শিক্ষক বিবরণী সংযোজনী ৭

করছে অত্র বিদ্যালয়ে [illegible] (প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)।

(ঞ) মন্ত্রণালয় বরাবর [illegible]

[illegible] দেখা আবশ্যক বটে।

(ট) তথ্য গোপন ও [illegible] সুবিধা [illegible] কালিরবাজার মিজানুর রহমান, সহঃ শিক্ষক) ও

(ঠ) শিক্ষাগত যোগ্যতা [illegible] দেখা আবশ্যক বটে।

ওয় (গুনকালিন্দিয়া [illegible] এবং সে সময়ে ঐ বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং

(ড) প্রধান শিক্ষক-এর পদে [illegible] খতিয়ে দেখা আবশ্যক (বোর্ড কর্তৃক ঐ কমিটি

কমিটির সভাপতি [illegible]

অনুমোদন-এর তারিখ [illegible]

[illegible] বিদ্যালয়-এ প্রধান শিক্ষক পদ-এ নিয়োগ লাভ বৈধ কি না-

(ঢ) এডহক কমিটি কর্তৃক [illegible] -এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানাচ্ছি

চাকরিবিধি, মহামান্য হাইকোর্টের [illegible] -এর রায়ে এডহক কমিটি কর্তৃক নিয়োগের জন্য একটি

যে, মহামান্য হাই কোর্টের রিট পিটিশন নম্বর- [illegible] মোতাবেক অত্র বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের

স্থগিতাদেশ-এ ১২ই [illegible] ২০১৩। কিন্তু, [illegible] অত্র বিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সর্বশেষ তারিখ ছিল ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩। [illegible] একান্ত আবশ্যক।

খ্রিস্টাব্দে। অতএব, [illegible] মন্ত্রণালয়-এ অভিযোগ এবং তদন্ত কমিটি হয়েছিলো-

(ণ) গুনকালিন্দিয়া [illegible] মহোদয়কে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি

গঠিত দেখা [illegible] (চাঁদপুর [illegible])।

হয়েছিল। সে তদন্ত [illegible] ১১/২০০৪/১৫৬৭, তারিখ: ০২-১১-২০০৫/(ঘ) দ্রষ্টব্য

(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক [illegible] নিয়োগ লাভে বিবেচিত হবেন না) কপি সংযুক্ত।

(...একটির বেশী তৃতীয় [illegible] তারিখ: ৪-৫-২০০৭-এ ৩/ঘ-তে বলা হয়েছে- সকল পর্যায়ের

স্মারক নং-শিম/শা: ১১/৮ [illegible] কর্মকর্তাবৃন্দ প্রত্যেকের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সার্টিফিকেট

শিক্ষকদের (কলেজ, মাদ্রাসা, স্কুল) [illegible] নং- শাঃ১১/বিবিধ-৫/৯৮(অংশ-৬)/১৭১(২) শিক্ষা

[illegible] শিক্ষক নিয়োগনীতি পরিপন্থি উপায়ে অথবা অবৈধ

[illegible] তালিকা হতে বাদ দেয়া হবে (কপি সংযুক্ত)।

[illegible] তুলনামূলক চার্ট অনুযায়ী, পদ-প্রধান শিক্ষক, শাহাজিদ

[illegible] সকল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ এবং

পরিশিষ্ট-৮-৫, [illegible] বলা হয়েছে স্নাতকসহ বি.এড।

বিদ্যালয়, ২৫-১০-১৯৯৫ [illegible]

সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কমপক্ষে তিন বছরের [illegible] শিক্ষকতায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যালয়ে ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, এমপিও ভুক্তির তারিখ থেকে। (কপি সংযুক্ত)

উপরোল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক জনাব মোঃ রফিকুল আমিন কর্তৃক [illegible], স্ব-ইচ্ছায় নিজ [illegible] প্রতিবেদন, বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্র ও বিধি পর্যালোচনাপূর্বক [illegible] সরেজমিনে ও যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে, এহেন কর্মকান্ড চাকরিবিধি ও ফৌজদারী আইন বিরোধী হলে, জনস্বার্থে [illegible] প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন করছি। নচেৎ, শিক্ষা বিভাগে ও জনমনে খারাপ দৃষ্টান্ত হিসেবে [illegible] বটে।

অতএব, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে [illegible]।

নিবেদক- (স্বাক্ষর) ২৫/০৮/২০১১ ইং

(মোশাররফ হোসেন)
মোবাইল ফোন নম্বর: ০১৭১৬-৫২০২৮৫
অভিভাবক সদস্য (নির্বাচিত)
ম্যানেজিং কমিটি
ফরিদগঞ্জ এ.আর. পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়।
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অনুলিপি:-

০১। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, [illegible]।
০২। মাননীয় সংসদ সদস্য, চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ)।
০৩। মাননীয় সচিব, শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৪। মাননীয় পরিচালক (এডমিন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫ মাননীয় পরিচালক (অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। মাননীয় চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা।
০৭। মাননীয় পরিচালক (এডমিন), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা।
০৮। মাননীয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা [illegible]।
০৯। মাননীয় জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর।
১০। মাননীয় জেলা শিক্ষা অফিসার, চাঁদপুর।
১১। মাননীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
১২। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
১৩। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা।
গণমাধ্যমকর্মী (বিভিন্ন মিডিয়া)।

সংযুক্তি:-

১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর [illegible] (০৪-০৫-২০১১ খ্রিঃ)- এক ফর্দ।
২। শিক্ষক বিবরণী সংযোজনী - খ (২০ [illegible])।
৩। শিক্ষক বিবরণী সংযোজনী - খ (০৮-০২ [illegible]) উল্লেখ-এর প্রমাণপত্র-এক ফর্দ।
৪। কালিরবাজার মিজানুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়-এ [illegible] ১২-০৭-২০১০ খ্রিঃ [illegible] উচ্চ বিদ্যালয়)-এক
৫। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটি [illegible] মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের (সরকারী ও বেসরকারী ফর্দ।
৬। ড. সাধন কুমার বিশ্বাস কর্তৃক রচিত ও [illegible] মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদরাসা) পরিচালনা ও [illegible] বিধিবিধান- ১৫ (পনের) ফর্দ।
০৭। নির্বাচিত অভিভাবক প্রতিনিধিগণ কর্তৃক [illegible] ফর্দ
(আবেদনখানা মোট চার তা কাগজে সম্পাদিত)